পাঠ্যপুস্তক নিয়ে অনিয়ম ও চক্রান্ত

ইউসুফ শরীফ

জাতীয় চিন্তা-চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন বিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন অবাধে হচ্ছে। ভুল-বিভ্রান্তিকর তথ্যাদিসমেত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিতও হচ্ছে। যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত না হওয়া, সেশন শুরুর পরও ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছা, বিনামূল্যে বিতরণের বই কালো বাজারে চলে আসা এবং যাচ্ছেতাই দামে প্রকাশ্যে বিক্রি হওয়ার অনিয়ম-দুর্নীতি বারবার ঘটছে। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এ রকম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি কোনো সভ্য দেশে সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু, বাংলাদেশে হচ্ছে, সবার চোখের সামনে অবলীলায় প্রকাশ্যে হচ্ছে। এজন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ-বাঁধাই অর্থাৎ প্রকাশনা, সরবরাহ ও বিনামূল্যের বই বণ্টন এবং পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের একাংশের স্বার্থান্ধ আচরণই প্রধানতম দায়ী। কিন্তু, একমাত্র দায়ী নয়। কারণ, অসাধু, দুর্নীতিপরায়ণ এই একাংশের হাতে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত গোটা বিষয়টি জাতি ইজারা দেয়নি। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও বণ্টন ব্যবস্থার খবরদারি করার দায়-দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে উর্ধ্বতন কতিপয় কর্তৃপক্ষের ওপর। সর্বোপরি, রয়েছে সরকারের দায়-দায়িত্ব। সরকারের পক্ষ থেকে এই দায়-দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে– এমন দাবী করার আর কোন সুযোগ নেই। কেন নেই– তার অসংখ্য কারণ রয়েছে। হরদম পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে এসব। অভিভাবক মহল তথা জনগণের উৎকণ্ঠিত আলোচনার বিষয় হচ্ছে এসব খবরাখবর। পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বণ্টন যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জোর তাগিদ উচ্চারিত হচ্ছে। হাবভাব দেখে মনে হয়, পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য-উদাসীনতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি সবাই জানছেন, উদ্বিগ্ন হচ্ছেন; কিন্তু জানছেন না এবং উদ্বিগ্ন হচ্ছেন না শুধু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ এবং সরকার। তা না হলে, এ সংক্রান্ত একটি খবরই যথেষ্ট হতো সব ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি থেকে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তককে চিরকালের মতো মুক্ত রাখার জন্য।

দুই হাজার সালের প্রথম মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি খবর এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। গত ৪ জানুয়ারী দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, 'উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন' নামের পাঠ্যপুস্তকটির গত ৪০ বছরের ঐতিহ্য বাতিল করে দিয়ে 'নতুন কলেবরে' প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে প্রায় এক ডজন লেখা বাদ দেয়া হয়েছে। এই বাদ দেয়া লেখাগুলোর মধ্যে কবিতাংশে রয়েছে– রসুলের অন্তিম শয্যা, লায়লাতুল কদর, শবে বরাত, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি। গদ্য অংশে আদর্শ মহাপুরুষ, কারবালার পর, সুবেহ সাদেক, নামাজ, স্পেনে মুসলমান সভ্যতা, বিদায় হজ ইত্যাদি নতুন সংস্করণে গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কিত লেখাগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, 'একটি মৃতদেহের উক্তি' ও আরো কিছু আপত্তিকর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে যে, বর্তমান আমলে নয়া সংস্করণের নামে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কিত বিষয়ের কথাগুলো বাদ দিয়ে জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয়হীন পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে, গত বছরের মাঝামাঝি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের যে ৬০টি বইয়ের সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, তা গত বছরের ১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারজাত হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের পর প্রায় দুই মাস গত হয়ে গেলেও তা বাজারে আসেনি। এও বলা হয়েছে যে, সেশনের শুরুতে বাজারে নতুন বই না থাকায় অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে পুরনো বই কিনে দেন ছাত্রছাত্রীদের এবং নতুন বই বাজারে আসার পর আবার নতুন বই কিনতে হয়। একবারের বই দুইবার কেনার ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয় অভিভাবকদের। অতিরিক্ত ছেপে পরের বছর কম বই ছাপানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরনো বই বিক্রির মুনাফা অর্জন দিব্যি চলছে। এছাড়া, বিলম্বে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, অসময়ে সংশোধন ও পজেটিভ করার ফলে ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক নির্বিবাদে ছাপা হয়ে থাকে। গত ২৮ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে এ ব্যাপারে সর্বশেষ খবর। তাতে বলা হয়েছে যে, নয়া শিক্ষাবর্ষের এক মাস গত হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। অথচ, বোর্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যে বিতরণের বই ফুটপাত ও বইয়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছে। অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে চড়া দামে ফুটপাত থেকে বই কিনছেন। একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিনামূল্যের বই বিতরণে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বিনামূল্যের বই চড়া দামে বিক্রির জমজমাট ব্যবসা চালানো হচ্ছে। ফুটপাতে যেসব বই বিক্রি হচ্ছে তাতে বিভিন্ন থানার শিক্ষা অফিসের গোল সীল মারা রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন এলাকার থানা শিক্ষা অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-কর্মকর্তার দুর্নীতির কারণে বিনামূল্যের বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে দেশে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও বণ্টনে ন্যূনতম কোনো দায়িত্বশীলতা আছে– এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। সংশ্লিষ্টদের শৈথিল্য-উদাসীনতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির দায় কি শুধু তাদেরই, নাকি, চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব উর্ধ্বতন মহলকেও বহন করতে হবে? ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক হেলাফেলার কোনো বিষয় নয়। অথচ, দেশে এক্ষেত্রে সত্যিকার মনোযোগিতা ও গুরুত্বের অভাব এখন প্রকট হয়ে ওঠেছে। জাতীয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণ বা সংকলন এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের দায়িত্বটি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় দায়িত্ব, এটা কোনো দলীয় বা গোষ্ঠীভিত্তিক দায়িত্ব নয় যে, এতে দলীয় ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হবে। অথচ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বর্তমান আমলে এ ক্ষেত্রে বহুলাংশে দলীয় ও গোষ্ঠীভিত্তিক ধ্যান-ধারণা আরোপিত হচ্ছে। দলীয় পছন্দ-অপছন্দের শিকার হচ্ছে জাতীয় পাঠ্যক্রম। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোনো যুক্তিতে, কোনো কারণেই পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্জন করা যেতে পারে না। এ ধরনের তৎপরতা জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অমর্যাদা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি কুঠারাঘাত স্বরূপ।

কেননা, এতে করে ভবিষ্যতের নাগরিক আজকের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে এবং মুসলমানদের গৌরবজনক ঐতিহ্যকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। আর তার পরিবর্তে বিজাতীয় ভাবধারা অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। কে না জানে, একটি জাতিকে বিনষ্ট করতে হলে, প্রথমে তাকে তার নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় এবং তার চিন্তা-চেতনায় বিজাতীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রোথিত করতে হয়। আজ এদেশে এই কাজটিই অবাধে করা হচ্ছে। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত বিষয়াবলীর প্রতি নানাভাবে কুৎসা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। আজ যারা পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিষয়গুলো বর্জন করেছে, তারা চক্রান্তের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজটিই করছেন। এদের সকলের পেছনে বিজাতীয় মদদ থাকাটা বিচিত্র নয়। অথচ, এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ বা এদের প্রতিহত করার ব্যাপারে কখনো কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ফলে শতকরা ৮৬ জন মুসলমানের এই দেশে ইসলাম ও মুসলমানরাই নানাভাবে চক্রান্তের শিকার হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে তা এই বৃহত্তর চক্রান্তেরই অংশবিশেষ– বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়েও একথা বলা যেতে পারে।

কাজেই, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে নিরসন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বণ্টন যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি আরো একটি কাজ করতে হবে। এই শেষোক্ত কাজটি জাতীয় স্বার্থের নিরিখে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বা সংকলনে জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচায়ক বিষয়াবলী অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কিত বিষয়াদি অবিলম্বে পুনঃসংযোজন করে সত্যিকার জাতীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে হবে।

জাতীয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণ বা সংকলন এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের দায়িত্বটি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় দায়িত্ব, এটা কোনো দলীয় বা গোষ্ঠীভিত্তিক দায়িত্ব নয় যে, এতে দলীয় ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হবে। অথচ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বর্তমান আমলে এ ক্ষেত্রে বহুলাংশে দলীয় ও গোষ্ঠীভিত্তিক ধ্যান-ধারণা আরোপিত হচ্ছে। দলীয় পছন্দ-অপছন্দের শিকার হচ্ছে জাতীয় পাঠ্যক্রম। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোনো যুক্তিতে, কোনো কারণেই পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্জন করা যেতে পারে না। এ ধরনের তৎপরতা জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অমর্যাদা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি কুঠারাঘাত স্বরূপ।